DEC. 09 2001

ভোরের কাগজ

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ... ৬.....

ঢা.বি শিক্ষক সমিতি নির্বাচনে জয়ের জন্য মরিয়া নীল ও সাদা দল

রাশিদুল হাসান : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কার্যকর পরিষদের নির্বাচনকে ঘিরে জমে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতি। তবে দলনিরপেক্ষ গোলাপি দল নির্বাচনে অংশ না নেওয়ায় আলাদা মাত্রা পেয়েছে এবারের শিক্ষক সমিতি নির্বাচন।

বর্তমান পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামী লীগ এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শিক্ষকের নীল দল এবং বিএনপি-জামাত সমর্থক শিক্ষকদের সাদা দল উভয়ই এবারের নির্বাচনে জয় লাভের প্রচেষ্টায় শেষ মুহূর্তে জোর প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।

ঢা. বি. শিক্ষক সমিতির নির্বাচন জাতীয় রাজনীতিতে রাজনৈতিক দলগুলোর জনপ্রিয়তার ব্যারোমিটার হিসেবে কাজ করায় বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের হাইকমান্ড থেকেও নিজ নিজ দলের শিক্ষকদের জয়লাভের ব্যাপারে তাগিদ দিয়েছে।

তবে এবারের নির্বাচনে দু পক্ষের আদর্শিক প্রতিযোগিতার চেয়ে ভিতরকার প্রতিযোগিতা নিয়ে উভয় দলই হিমশিম খাচ্ছে বলে জানা যায়। তুলনামূলক বিবেচনায় নীল দল এ ক্ষেত্রে এবার ভালো অবস্থায় রয়েছে। আওয়ামী লীগ সমর্থক নীল দলের শিক্ষকদের মধ্যে বিগত বছরগুলোতে গ্রুপিং থাকলেও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কারণে এবার নীল দলের শিক্ষকগণ জয়লাভের ব্যাপারে একাট্টা বলে জানা যায়। বিগত সিন্ডিকেট নির্বাচনে নীল দলের শিক্ষকদের আভ্যন্তরীণ গ্রুপিং সিন্ডিকেট নির্বাচনে তাদের খারাপ ফলাফলের কারণ ছিল।

অপরদিকে সাদা দল এবারের নির্বাচনে কতোটা সফল হবে তা নির্ভর করছে দলের উদারপন্থী এবং কট্টরপন্থীদের মধ্যে সমঝোতা প্রক্রিয়া কতোদূর এগোয় এবং তা কতোটা দৃঢ় হবে তার ওপর। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগ প্রদানকে কেন্দ্র করে সাদা দলের শিক্ষকদের মধ্যে গ্রুপিং তীব্রতর হয়।

বিএনপি-জামাত জোট সরকার গঠনের পর দেশব্যাপী সন্ত্রাস, সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের '৭৩-এর অধ্যাদেশ লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে অপসারণ প্রভৃতি বিষয়গুলোকে ইস্যু করে নীল দল বিজয়ের ব্যাপারে আশাবাদী।

নীল দলের শিক্ষকগণ তাদের প্রচারপত্রে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়ন, শিক্ষকদের পেশাগত স্বার্থ সংরক্ষণসহ গত ৫ বছরের বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম শিক্ষকদের কাছে তুলে ধরছেন।

গত ২১ অক্টোবর শিক্ষক সমিতির এক জরুরি সভায় জনৈক সাদা দলের শিক্ষকের উদ্ধত আচরণ, '৭৩-এর গণতান্ত্রিক আদেশের লঙ্ঘনের বিষয়ে বর্তমান জোট সরকারের সংশ্লিষ্টতা, ক্যাম্পাসের অশান্ত পরিবেশ, শিক্ষকদের হুমকি প্রদানসহ বিভিন্ন নেতিবাচক দিকও তারা শিক্ষকদের কাছে তুলে ধরছেন।

সাদা দলের শিক্ষকগণ তাদের প্রচারপত্রে বিগত ৫ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন আর্থিক অনিয়ম, দলীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষকদের কাছে তুলে ধরছেন। সাদা দল নির্বাচিত হলে সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পেতে সহজ হবে এই বিষয়টিও তারা শিক্ষকদের কাছে প্রচার করছেন। তবে এ বিষয় বিগত বছরগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ সাধারণত যে দল ক্ষমতায় থাকে তার বিপরীত দলকেই তাদের সমর্থন জানায় কৌশলগত কারণে।

এবারের নির্বাচনে দল নিরপেক্ষতার দাবিদার গোলাপি দল নির্বাচনে অংশ না নেওয়ায় এই দলের শিক্ষকদের ভোট ভাগাভাগি হয়ে যাবে। এ বিষয়ে গোলাপি দলের শিক্ষক, অধ্যাপক আবু জাফর বলেন, কৌশলগত কারণে এবার আমরা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি না। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নির্বাচনে অংশ না নিয়ে গোলাপি দল এবারের নির্বাচনকে পর্যবেক্ষণ করতে চায়। নীল দল এবং সাদা দল উভয়ই তাদের প্যানেল নির্বাচনকে গত বছরের তুলনায় অধিক শক্তিশালী হিসেবে উল্লেখ করেছে।

তবে সাদা দলের প্যানেল থেকে সভাপতি পদে মনোনয়নপ্রাপ্ত শিক্ষক অধ্যাপক ইউসুফ হায়দার আগামীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপউপাচার্য নির্বাচিত হতে পারেন এ কথা উল্লেখ করে একাধিক শিক্ষক বলেছেন, এ বিষয়টি সাদা দলের জন্য একটি মাইনাস পয়েন্ট।

নীল দল থেকে শিক্ষক সমিতির সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন যথাক্রমে ড. এ জেড এম নওশের আলী খান এবং গতবারের নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক পদে জয়ী শরিফউল্লাহ ভুঁইয়া।

সাদা দল থেকে এই দুই পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন যথাক্রমে ড. আ ফ ম ইউসুফ হায়দার এবং ড. ইয়ারুল কবীর। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১১ ডিসেম্বর। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সাড়ে ১১শ শিক্ষক ১৫টি পদে সকাল ১০টা থেকে ২টা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে তাদের ভোট প্রদান করবেন।

৭৭